শরৎচন্দ্রের

নিষ্কৃতি

কলরূপা লিমিটেড্-এর নিবেদন

কলরূপা লিমিটেডের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

নি ষ্কৃ তি

প্রযোজনা : **ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়**

পরিচালনা : **পশুপতি চট্টোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য : নিতাই ভট্টাচার্য্য। সুরসৃষ্টি : রামচন্দ্র পাল। আলোকচিত্র : দেওজীভাই। শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল। শিল্প-নির্দ্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী। সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ব্যবস্থাপনায় : সুকুমার রায় চৌধুরী। আলোক-সম্পাত : গোপাল কুণ্ডু। দৃশ্য-সংস্থাপন : অনিল পাইন। রূপসজ্জায় : গোষ্ঠ দাস।

আবহ-সঙ্গীত : গ্র্যাণ্ড অর্কেষ্ট্রা।

প্রচার-পরিকল্পনা : অনুশীলন এজেন্সী লিঃ

• সহকারী •

পরিচালনা : প্রতুল ঘোষ ও প্রবোধ পাল। চিত্রগ্রহণ : নিমাই রায়, বুলু লাডিয়া, তরুণ গুপ্ত, মধু ভট্টাচার্য্য, সত্য রায় ও বৃন্দাবন। শব্দগ্রহণ : শশাঙ্ক বোস, বলরাম ও হরদা। সম্পাদনা : সৌরেন গুপ্ত। ব্যবস্থাপনা : মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদুল ও সরোজ। আলোক-সম্পাত : জগন্নাথ ঘোষ, সতীশ, রমাপদ, শৈলেন, উপেন ও রাম। দৃশ্য-সংস্থাপন : নারায়ণ, রমাপদ, দামু ও রঞ্জীবন। রূপসজ্জা : বরেন দত্ত।

• রূপদানে •

মলিনা, জহর গাঙ্গুলী, সন্ধ্যারাণী, অসিত বরণ, রেণুকা, কালী সরকার বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায় (এ্যাঃ), সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়, মনি শ্রীমানি, শ্রীমান বাবুয়া, পীযূষ রায় চৌধুরী, সীতারাম, দেবাশীষ, অসি ভূষণ, গোপাল দে, নির্ম্মল, দ্বিজেন, অমল, কেষ্ট, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা, পল্টুরাণী প্রভৃতি।

•

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইউনাইটেড্ সিনে লেবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : অমৃতবাজার পত্রিকা

•

পরিবেশক : **নারায়ণ পিকচার্স লিঃ**

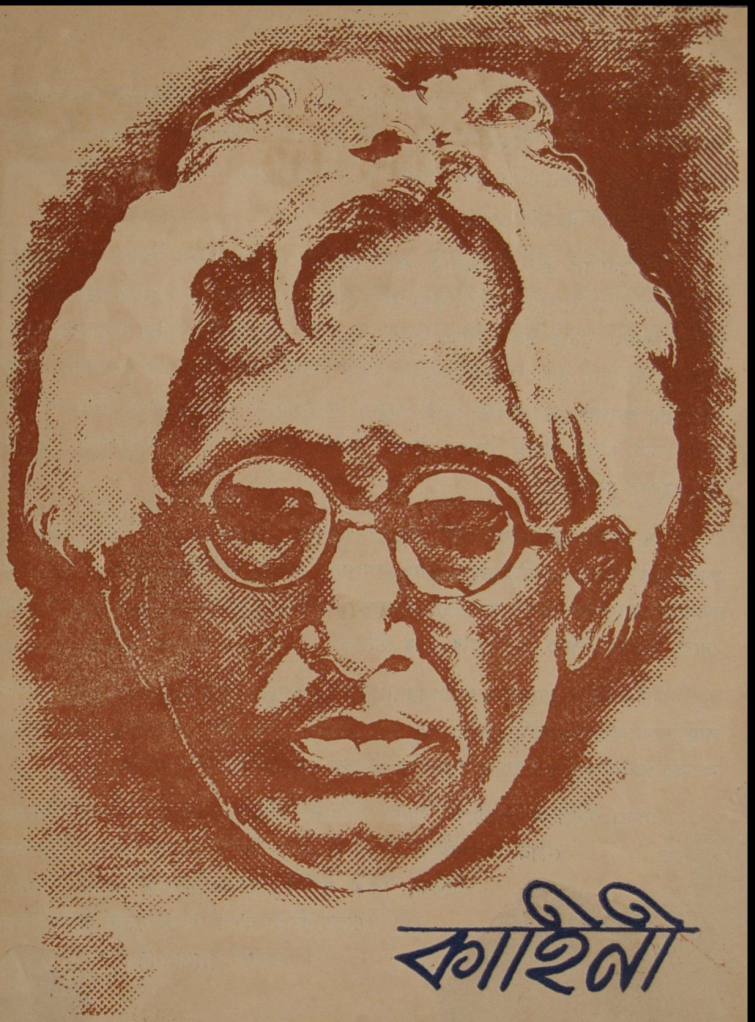

কাহিনী

ভবানীপুরের চাটুয্যে পরিবারের এতদিনের একান্নবর্ত্তী সংসার এবার ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হ'ল। মেজ-বৌ নয়নতারা দীর্ঘদিন পরে জায়েদের সঙ্গে কলকাতা-বাসী হয়েছেন ; এবং সংসারে সুখ শান্তিও সেই থেকে অন্তর্হিত।

বড়-বৌ সিদ্ধেশ্বরী পরিবারের গৃহিণী হলেও সংসারের প্রকৃত কর্ত্তৃত্বটুকু ছিল ছোটবৌ শৈলর হাতে। হিসাব–নিকাশ, রান্নাবান্না, শাসন-তর্জ্জনে সে অতুলনীয়া।

মাতৃত্বের মমতা মাখিয়ে সে বশ করেছে পরিবারের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে, সংসারটিকে কানায় কানায় ভরে রেখেছে নারীত্বের নম্র-সুষমায় ও নিপুণতার দীপ্তিতে। শৈলকে সরিয়ে কর্তৃত্বের আসন দখল করা সহজ হল না নয়নতারার, তাই সুরু হল নিরপরাধার প্রতি সহস্র রকমের গঞ্জনা।

পারিবারিক এই বিশৃঙ্খলার প্রতিবিধানের দায়িত্ব ছিল সিদ্ধেশ্বরীর হাতে। কিন্তু সংসারে ছেলে-পুলে মানুষ করা ছাড়া আর কোন কথাতেই বড় একটা থাকতে চান না তিনি। নিজে সহজ সরল মানুষ ; শৈলকে এতটুকু এনে মানুষ করেছেন, তার অন্তরের ঐশ্বর্য্যের সন্ধানও তাঁর অজানা নয়। কিন্তু শৈল তার খুড়তুত জা, আর নয়নতারা আপন ; সব রকমে দোষী হলেও নয়নতারাকে সরিয়ে দিতে তাঁর কর্ত্তব্যে বাধে, তাই মনের মানুষ শৈলর উপর নির্মম আঘাত হানেন কর্ত্তব্যকর্মে আপন অসহায়তার অপরাধে।

মাতৃসমা বড়-জায়ের এই আঘাত শৈলর বুকে বড় বেশী করে বাজল ; তার ওপর বেকার স্বামীর অক্ষমতার অপমান যখন চারিদিক থেকে তাকে এসে আঘাত করতে লাগল, সে আর স্থির থাকতে পারল না ; স্বামীপুত্র নিয়ে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সে উদগ্রীব হয়ে উঠলো।

ঠিক এই-ই চেয়েছিল নয়নতারা। কিন্তু শৈলর স্বামী রমেশ যখন গিয়ে দেশের বাড়ীতে থাকবার অনুমতি চাইল বড়দা গিরীশের কাছে, তিনি জানতেও পারলেন না কতবড় গৃহবিচ্ছেদের অঙ্কুর লুকিয়ে ছিল শৈলর এই পল্লীবাসের অন্তরালে।

সরল সদাশিব প্রকৃতির মানুষ গিরীশ, মামলা-মোকদ্দমা ছাড়া সংসারের কোন কথাতেই কান দেন না কোন দিন। কথায় কথায় রমেশকে বকেন, কিন্তু ভালও বাসেন তাকে রক্তের টানে ; খুড়তুত ভাই ব'লে কোনদিনই তাকে পর ভাবতে পারেন নি।

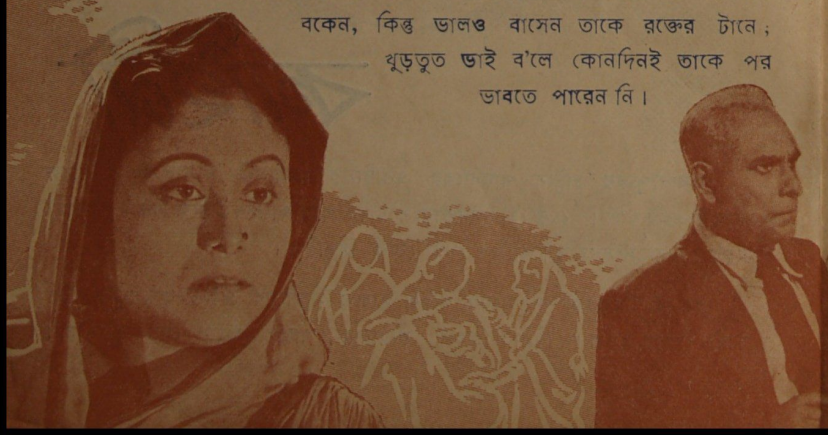

স্ত্রী-পুত্রের হাত ধ'রে রমেশ বাড়ী থেকে বিদায় হ'য়ে যাওয়াতেও নয়নতারার মন তুষ্ট হয়নি ; তার স্বামী এবার মামলা জুড়ে দিল রমেশের নামে,—কণামাত্র ধন-সম্পত্তিও যাতে সে ভোগ করতে না পারে।

নিতান্ত ভালো মানুষ গিরীশ, খুড়তুত ভাইকে বঞ্চিত করতে সহোদর হরিশের কূটযুক্তিকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন নি ; তাই পরিপূর্ণ অনিচ্ছাতেই জড়িয়ে পড়েছেন এ মামলার সঙ্গে, কিন্তু মন তাঁর সায় দেয়নি। তাঁর এই মানসিক বেদনায় ইন্ধন জোগালো স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরীর ব্যাকুলতা। অবশেষে একদিন স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে তিনি দেশের বাড়ীতে যাত্রা করলেন এক জ্ঞাতির বিবাহের নিমন্ত্রণে।

আশ্বাস তিনি দিয়ে এসেছিলেন সত্যি, কিন্তু কি যে করবেন তা বোধ হয় নিজেও জানতেন না।

দেশের বাড়ীতে গিয়ে যখন পৌঁছুলেন শৈলর ছেলেমেয়েরা ছুটে এল প্রণাম করতে। তাদের অস্থি-চর্ম্মসার চেহারা নজর এড়াল না গিরীশের। তারপরই তিনি দেখা পেলেন তাঁর আদরিণী ভ্রাতৃবধূ শৈলর। ছিন্ন মলিন বেশ, গা ভরা গয়না ছিল যার, আজ শুধু তার দাগগুলিই যেন ব্যঙ্গভরে সাক্ষী হয়ে আছে, অনাহার অনিদ্রার ছাপ চোখে-মুখে, সারাটি অঙ্গে!

আপন মূঢ়তার স্তব্ধ বেদনায় গিরীশ উপলব্ধি করলেন সম্ভ্রান্ত চাটুয্যে পরিবারের দীর্ঘদিনের একতা ও সুখ-শান্তিতে কতখানি ঘুণ ধরেছে,—যার পরিণতিতে ধ্বংস হতে চলেছে পরিবারের একটি অংশ, স্নিগ্ধ পবিত্রতায় যারা ঘিরে রেখেছিল সারাটি সংসার। ধীরভাবে তিনি চিন্তা করলেন আপন কর্ত্তব্য, দেশের বাড়ীর বিষয়-সম্পত্তির সুব্যবস্থার অজুহাতে সমস্ত তিনি দান করলেন শৈলর নামে ; রমেশকে বেঁধে দিলেন সকল দায়িত্বে, আর তারই আড়ালে বুঝি বা কর্ত্তব্যে অবহেলার দায় থেকে নিজেও পেতে চাইলেন নিষ্কৃতি।

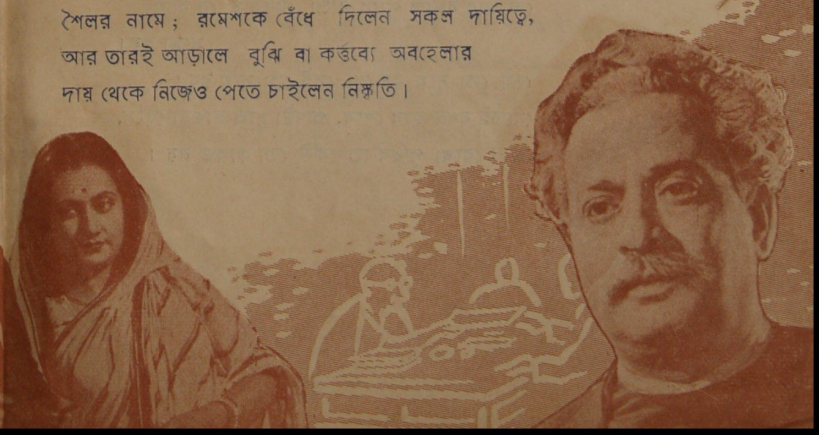

গান

(১)

আহা কীযে আরাম সে তো মনই জানে,
এই চায়ের গন্ধ যেন মেজাজ আনে।
এই চায়ের পেয়ালা যদি সাগর হ'ত,
আহা সাঁতার কাটিয়া তাতে মনের মত
আমি স্বর্গে যেতাম চ'লে পরম সুখে ;
এই চায়ের গুণ কি আর কহিব মুখে।
তবে চায়েই চুমুক দিয়ে প্রাণটা ভরি,
এই চায়ের পেয়ালা হোক প্রাণেশ্বরী।

(২)

যেজন কান্না ভুলে হাসতে জানে, সেইতো সুখে রয়।
দুদিন বাদে যেতেই হবে, কেউ চিরদিন নাহি রবে,
কে আর বলতে পারে বলো কোথায় যে কার
সন্ধ্যে হয়।
সেই তো সুখে রয় গো, সেই তো সুখে রয়!
যেতেই যখন হবে শেষে, প্রাণটা খুলে নাওনা হেসে,
জেনে রেখো পৃথিবীতে কেউ তো কারও নয়।

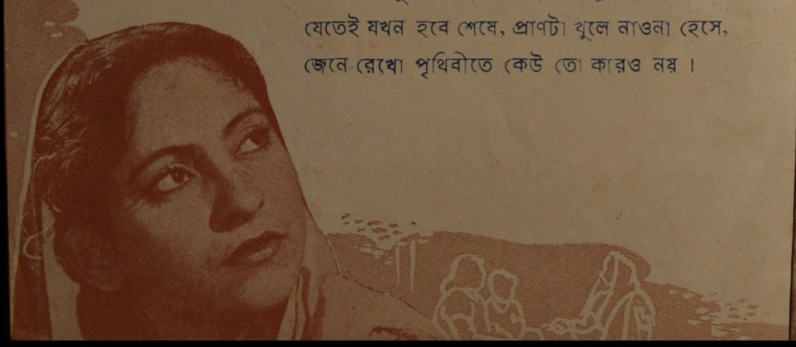

(৩)

দুরু দুরু বুক আর উড়ু উড়ু মন,
দুষ্টুমি মাখা ঐ বাঁকা আঁখি কোণ,
লাজে বাধো বাধো মুখে কথা ফোটে কৈ,
হাসিতে যে মধু ঝরে রাঙা ঠোঁটে ঐ,
বুঝিতে পারোনা কিগো কি চাই এখন।
দূরে কেন আছ স'রে—এস কাছে গো,
অধীর অধরে সুধা ভরে আছে গো?
মুখখানি কেন হেরি মলিন এমন?

(৪)

হায়রে হায় দিন যে চ'লে যায়।
কালনাগিনীর কালো বিষে—
সবই যাবে কালোয় মিশে,
বিধি কি হবে উপায়?
দিন যে চলে যায়।
তবু জানি যা ঘটে তার নয়তো কিছুই মিছে,
নতুন প্রাতের সূরজ আছে ঐ আঁধারের পিছে।
চিরদিনই লুকিয়ে থাকে আলো ছায়ার পাশে,
যেজন কাঁদে সেইতো আবার সময় হলে হাসে।
অবুঝ পরাণ বোঝে না তাই দুঃখ শুধুই পায়।

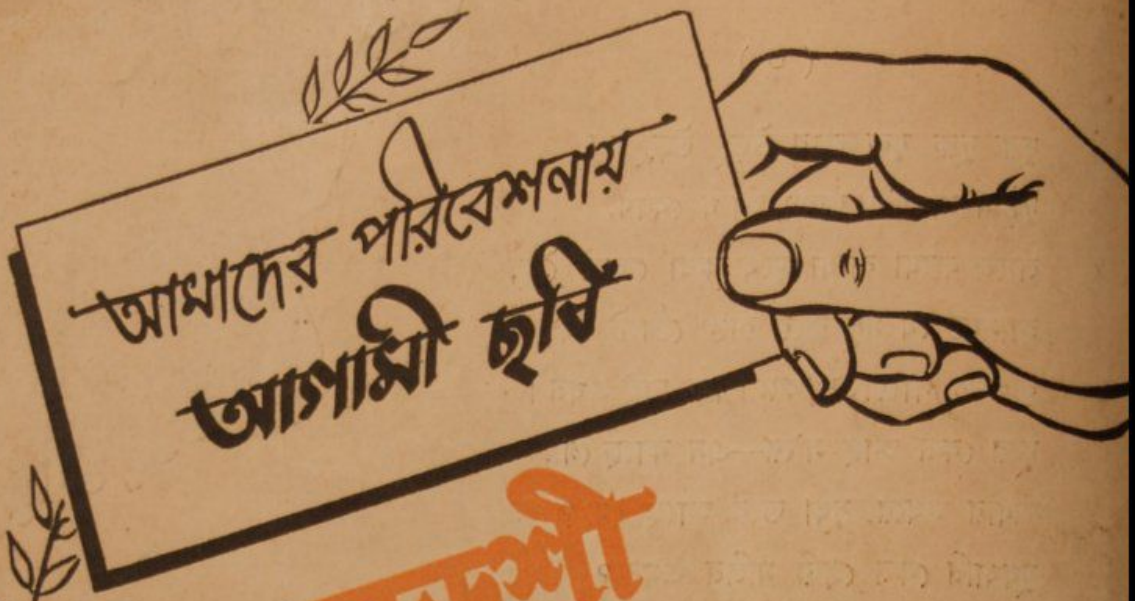

আমাদের পরিবেশনায়
আগামী ছবি

ষোড়শী

শরৎচন্দ্রের অমর কাহিনী অবলম্বনে
মুভি টেকনিক সোসাইটির নিবেদন।
পরিচালনা : পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।
সুর : অনিল বাগচী।

আজ সন্ধ্যায়

'পাশের বাড়ী' ও 'বাঁশের কেল্লা'র স্রষ্টা প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট লিমিটেডের আর একটি সম্পূর্ণ অভিনব রসচিত্র। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসুর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন সুধীর মুখোপাধ্যায়।
সঙ্গীত পরিচালনা : সলিল চৌধুরী।
আলোকচিত্র : দেওজীভাই।
শব্দগ্রহণ : ভুপেন ঘোষ।

নারায়ণ পিকচার্স লিঃ
৬৩ নং, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্ • কলিকাতা

মীরা মুখোপাধ্যায়
. ত মুখোপাধ্যায়
১৮/বি. অবিনাশ চন্দ্র বানার্জী লেন.
কলিকাতা-৭০০০১০

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।